বিবিধ কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আবার দেখা

তোমার সাথে আবার দেখা বিশ বছরের পর,
সুশোভিত করি’ আছ এ মরু প্রান্তর।
শীর্ণ তরু আজকে বনস্পতি,
উচ্চশিরে জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি,
বিশাল তোমার শ্যামল শাখে লক্ষ পাখির ঘর।

২

সুদূর থেকে যায় যে দেখা উচ্চ তোমার চূড়,
নিবিড় ছায়ে শ্রান্ত পথিক শ্রান্তি করে দূর।
ফুলের সুবাস দিক্-দিগন্ত ধায়,
ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জনে মাতায়।
অবারিত সত্রে তোমার আনন্দ প্রচুর।

৩

BANGLADARSHAN.COM

ছিলে তুমি দুর্বল দীন ছিলে নিরাশ্রয়,
গর্বিত দেশ জানতো নাকো তোমার পরিচয়।
উষর ভূমির স্তন্য পিয়ে আজ,
অযুত বুকের তুমিই অধিরাজ
সবার আঁখি আনলে টেনে তোমার অভ্যুদয়।

৪

কণ্টক এবং গুল্মে ভরা ভূমি অনুর্বর,
তাদের লাগি’ তপস্যা যে করলে নিরন্তর।
তুমি তাদের ভগবানের দান,
আনলে তুমিই গৌরব সম্মান,
তোমায় পেয়েই সফল তারা চায় তোমার আদর।

কেমন আছি

কাটছে দারুণ শীতের রাতি কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
ঋষিকেশের ঝারিতে সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো? এ পর্ণবাস কাম্য বড়–
মন রে আমার হিমের রাতে অমরনাথের দেউল গড়ো।
শীত তো শুধু ভোগায় নাকো আনে কত ত্যাগের কথা,
'সুরভি' আশ্রমের সুধা, ধরাদ্রোণের পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি–
আমি যে এই পল্লীবাসে কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

২

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলে স্থল বেশি নাই, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন' ভাগ সলিল, কোন্ খানেতে দাঁড়াই মা বল?
বন্যা নিলে অনেক কিছু, নিতো আরও অধিক পেলে–
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর, কাঁসর বাজায় লোচনপাটে,
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাক্‌সোনাও সে কনসার্টে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক–অজস্রতা চক্ষে পড়ে–
দৈন্য এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে।

৩

শীত পড়েছে, শীত বেড়েছে–তবু দেখি, সরিয়ে শীতে
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক মঞ্জরীতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁজে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটীর ঘিরে বিশাল কেদার-বদরিকা।
কুবের শুধান, 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো?'
আমি বলি, 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহিকো।
পেয়েছি যা তাহাই বেশি–আমি পাবার যোগ্য যাহা,–
জুঁইয়ের বুকে ডাঁসের মধু কেমন ক'রে ধরবে আহা!

BANGLADARSHAN.COM

৪

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে–কেটেছে রাত তরুর তলে
কোথায় বেশী ভাল ছিলাম?–শেষই ভাল মন যে বলে।
দেয় না ব্যথা গ্রীষ্ম আতপ অতি দারুণ বর্ষা শীতে–
ভুলায় মোরে–ভোলেনি যে পাখির গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ দিলে আমায় প্রচুর যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা–
শক্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে সেই মহামনা।
অভাব বহু, নীরব রহি, চাইতে আমার লজ্জা করে,
ময়ামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

৫

কথাতে আর গরল নাহি–কথার ভয়ে হইনে ভীত,
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার–করেন না তা বন্ধু বিনে
ধূলায় ধূসর যে জন তারে ধূলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর–লই না, কারণ বিফল নেওয়া–
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে অকারণে বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখবো কোথা? ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিকে–
রে ভাই ময়ূর-পুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।

BANGLADARSHAN.COM

৬

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ, বৃষ্টি পড়ে ঝড়ও বহে–
ডাকি, কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে!
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর নাইকো কোনো,
পাই গরুড়ের পাখার বাতাস-ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা–
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে রাত্রে মরি দিনে বাঁচি–
আমার মা আনন্দময়ী দুখেই পরম সুখে আছি।

যদি

যদি বশে তুমি রেখে দিতে পার চঞ্চল তব চিত্তকে
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে যেতে পারে হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে নাহি হও তুমি গর্বিত,
প্রেমে আপনার করে নিতে পার যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বরে নিতে পার যদি চিরাগত সিদ্ধিকে–

সমভাবে যদি সহে যেতে পার তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু, অপরে না কর বঞ্চনা;
ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদগ্রীব সত্যেতে চির বিশ্বাসী,
ধরণীর রস মধুপের মত যদি নিতে পার নিঃশেষি,
অভাবেও তুমি ভাবের অলকা গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে হরির লাগিয়া যদি ধারা বহে চক্ষেতে,–

BANGLADARSHAN.COM

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি, নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষবিন্দুকে,
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি করে নিতে পার অপরের ক্লেশ দুঃখাদি
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার যদি বিদ্রোহ বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জড়াইতে পার যদি অপমান নিগ্রহে–

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার, পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থপাদক যদি করুণার ক্ষীর বহে,
এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার ভাব ভাষা আর কর্মকে,
ধরা হতে যদি বড় ক'রে তুমি দেখ মনে প্রাণে ধর্মকে,
বুঝিব তখন 'মানুষ' হয়েছ, ঝরিছে করুণা মস্তকে–
'পরশমানিক' এসেছে সুমুখে পেতে দিয়ো দুটি হস্তকে।

অনাগত

এই দুখ শোক, ব্যাধি ও বেদনা–এই যে মৃত্যুজরা
বহু বহু কাল ভুগেছে উহাতে ঘূর্ণায়মান ধরা।
করিলেন যাহা নিবারণ লাগি' বুদ্ধ গৃহত্যাগ–
তাঁর সাধনাতে জীবের দুঃখ কমেছে কি একভাগ?
মানুষ মানুষ দেহেতে তাহার সেই মানুষের প্রাণ
মনে হয় সেও চায় নাকো বুঝি এ সবার অবসান।
আতসবাজির দহন গেলেই পড়িয়া রবে যে খোল–
জীবনসিন্ধু হারাবে তাহার তরঙ্গ উতরোল।

২

এই দুঃখই করায় মানুষে–অমৃতের সন্ধান,
গড়ায় প্রেমিক, ভাবুক ভক্ত সাধক শক্তিমান।
এই দুঃখই নরের বুকের খালি হেম–ঘট ভরে,
আপনি আঁধারে বসিয়া বসিয়া পূর্ণচন্দ্র গড়ে!
এই দুখই দেয় মনুষ্যত্ব–সব চেয়ে হিতকারী,
এই দুঃখের ডাকেই নিকটে আসেন দুঃখহারী।
শুদ্ধ পুণ্য জীবন কেবল দুঃখের উৎসব
দেবতা হয়েছে মানুষ–সহিতে এসব উপদ্রব।

৩

ধরার যেমন রৌদ্র বৃষ্টি–মানুষের সুখ দুখ–
তাদের জীবন মরণ সঙ্গে বহিবেই ভুলচুক।
মানুষ যখন হারাবে তাহার ব্যাধি ও মৃত্যু জরা,
মানুষ তখন মানুষ রবে না–ধরাও রবে না ধরা।
সমুজ্জ্বল এক জাতি ও জগৎ-জীবন সুনির্মল–
হয়তো আসিবে-কবে যে আসিবে? জানে নাকো দুর্বল
ধরা ও জাতির দিব্য জীবন এসে যাবে এক সাথে
মৃত্যুশীল এক মহামানবেরি কঠোর তপস্যাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙা বাড়ী

নদীর নিকটে একটি ত্রিতল বাড়ী–
কারু-কাজ করা গৃহ দক্ষিণদ্বারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে ভাঙা।
জবা ফুটে আছে রাঙা,
ছাদের পাশটা আধেক গিয়াছে ছাড়ি।

২

ঘাট হতে আর নাহিকো পথের চিনে,
সরু একপদী ভরিয়া গিয়াছে তৃণে।
পরিজন কেহ নাই,
জঙ্গলভরা ঠাঁই,
ফাটলেতে তার পেঁচা ডাকে রাতে দিনে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

বিশাল রাজ্য সুপ্রাচীন রাজধানী–
নিঠুর নিয়তি কোথায় লয়েছে টানি’
যুগের কৃষ্টি হায়,
মিলায়েছে সিকতায়।
বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে–বেশি কি হয়েছে হানি!

৪

ছোট হোক–তবু দেখে মনে পড়ে তাকে,
‘ধারা’ বৈশালী মথুরা অযোধ্যাকে।
ফুরায়েছে উৎসব
গত তার গৌরব
বড়র বেদনা ছোটকে আগুলি’ রাখে।

৫

ওই বাড়ীটির ক্ষীণ প্রদীপের আলো,
দীনতার ছবি–তবুও লাগিত ভালো।
সে আলোতে ছিল তথা–

কত রূপ, কত কথা;
তারকা সেথায় যেন আলেয়ার আলো।

৬

দেখি যবে তাকে মলিন চন্দ্রালোকে
স্বপন কুহেলি বিছায় সে মোর চোখে।
পড়ে কুতূহলী প্রাণ
কী যেন উপাখ্যান,
লিখিত ভগ্ন চিত্রলিপির শ্লোকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙা মসজিদ

দশ বছরের আগে মঙ্গলকোটের পথে
যে পথিক গিয়াছিল চলে
সে যদি ফিরিয়া আসে চিনিতে নারিবে গ্রাম
লোকে যদি নাহি দেয় ব'লে।
গাজি সাহেবের আহা সুন্দর ভবনখানি
কে না চেনে? এ পথে যে যায়,
আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে
আধখানা কুনুরের গায়।
বিশাল ভবন-দ্বারে আর সে প্রহরী নাই
নাই সেই জনকোলাহল,
ভবনের মাঝ দিয়ে নদী হয়ে বহে গেছে
শত নয়নের আঁখিজল।
মসজিদের শিরে শিরে উঠেছে অশথ গাছ
কাক রাখিয়াছে বাসা তায়,
ইদের দিনেও আজ জনহীন পড়ে থাকে
ভয়ে সেথা কেহ নাহি যায়।
বিশাল গুলঞ্চ দুটি প্রাঙ্গণ বেড়িয়া আছে
বিষাদের কালিমা ছড়ায়ে,
সাঁজে কোনো দীন ভক্ত তৈলহীন দীপখানি
চলে যায় বাহিরে রাখিয়া।
গাজি সাহেবের সবে ছেলে দুটি লয়ে তার
জীবনের পারে চলে গেছে–
কেবল অদূর গ্রামে পাগলিনী কন্যা তাঁর
শ্বশুরভবনে বেঁচে আছে।
শুনিয়াছি পাগলিনী কহে না কারেও কথা
সারা নিশি জানলাটি দিয়া,
আয় আয় বলে ডাকে হাসে কাঁদে নিজ মনে
সেই ভাঙা বাড়ী পানে চেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

মসজিদ প্রাঙ্গণে কেহ পশে নাকো কোনোদিন
তবু দেখিয়াছি নিজ চোখে,
ঝরা ফুল পাতাগুলি কে যেন সরায়ে দেছে
আঙিনা তেমনি তক্‌তকে।
সেই বুড়া হাফেজের চেনা গলা কত রাত
সভয়ে শুনেছে গ্রামবাসী,
'অজু' করিবার ঠাঁয়ে সদ্য সলিলের ধারা
প্রভাতে দেখেছে সবে আসি।

BANGLADARSHAN.COM

পাকা ঘর

জানা ও না-জানা খণ্ড খণ্ড স্নেহে ও আশীর্বাদ–
আমার লাগিয়া গড়েছে এই প্রাসাদ।
শোভন ও লোভনীয় এ তো খাসা,
বটে এ নিরাপদে থাকার যোগ্য বাসা,
আছে বন্যায় আশ্রয় দিতে দৃঢ় প্রশস্ত ছাদ।

২

স্থাপত্য ইহা, সভ্যতা ইহা–নরের ক্রমোন্নতি–
কাঠে ইস্পাতে অঙ্কিত কালগতি।
প্রকৃতির সাথে করি' ঘোর সংগ্রাম
মানুষ জেনেছে তার শক্তির দাম।
গুহা–গৃহ হতে এলো অযোধ্যা অবন্তী দ্বারাবতী।

৩

BANGLADARSHAN.COM

ইহাতে রয়েছে বিশ্বকর্মা শিল্পীর পরশন–
এ লীলার ধারা চঞ্চল করে মন।
কি সূক্ষ্ম রুচি! সজ্জা কি চারুতার–
কত শিল্পীর কতই আবিষ্কার
চেষ্টা করেছে সুন্দর ক'রে গড়িতে এই ভুবন।

৪

কত দেশ গিরি দরী বন পাঠায় যে সম্ভার–
কত উপাদান সুদূরের প্রতিভার।
পরিকল্পনা ধীরে রূপ লয় মিঠে,
বাঁকা চাঁদ দেয় উঁকি প্রতিপদ–ইটে,
কাঙ্ক্ষিত অনাগত যে পাঠায় আগমনবাণী তার।

৫

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় গড়া এ ভবন সুন্দর–
বাহবা দিতেছে প্রসন্ন অন্তর।
কিন্তু এ মাছ স্ফটিকের সরোবরে

কেমনে থাকিবে? তাহাই চিন্তা করে,
বড় অমলিন, বড়ই নূতন–পদে পদে লাগে ডর।

৬

বিস্ময়ে স্মরি মানুষের জ্ঞান মানুষের নিপুণতা,
যুগ ও জাতির রীতি ও অভিজ্ঞতা।
কে হেন অবোধ এ ভবন নাহি চায়?
কিন্তু আমার মন যে দেয় না সায়–
তাহারে কে যেন স্মরায় সদাই লোমশ মুনির কথা।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষিবল

গেল কালরাতি, এলো স্বাধীনতা দীর্ঘ দিনের পর,
এবার গুছায়ে হবে আমাদিকে নূতন করিয়া ঘর।
ফলে ও শস্যে দুগ্ধে মৎস্যে ভরা
করিতে হইবে মোদের বসুন্ধরা,
সবল সুস্থ সুদৃঢ় শরীর–নির্মল অন্তর।

২

আছে গুণী জ্ঞানী রাজনীতিবীদ–পুত্রেরা প্রতিভার–
আছে দুর্জয় বীর সেনাদল লাগি' দেশরক্ষার।
বাড়াতে হইবে আমাদের কৃষিবল,
সকল আশার, সব ভরসার স্থল,
যাদের উপর দেশ ও জাতির প্রাণরক্ষার ভার।

৩

নির্মল বায়ু, উজ্জ্বল আয়ু চাই রূপ যশ জয়,
করিতে হইবে ভূমিলক্ষ্মীর ভাণ্ডার অক্ষয়।
সাগর হইতে তুলিয়া মুক্তা মণি–
দেশকে আবার করিতে হইবে ধনী,
বংশধরেরা বীর নির্ভীক রয় যেন নির্ভয়।

৪

যজ্ঞের হবি জোগাও আবার মিটাও সবার সাধ,
দাও গোপালের আবার প্রসাদী পরমান্নের সাধ।
কপিল সুরভি শ্যামলী ধরণী সবে,–
যেন ভারতের আবার আরতি লভে,
পুনঃ যেন আসে ক্ষীর-সাগরের নূতন সুসংবাদ।

৫

মৎস্যে পূর্ণ হউক আবার দীঘি ঝিল্ বিল্ খাত,
অতি দীনও যেন স্বাধীন বঙ্গে খেতে পায় মাছ ভাত।
ধীবরের জাল আবার উঠা রে তুই

BANGLADARSHAN.COM

শকুন্তলার অঙ্গুরী গেলা রুই,
মাছের ঝোলের ধারা বহে যায় যেন উছলিয়া পাত।

৬

নহ সামান্য ওগো কৃষিদল তোমরা সেবক বড়–
তোমরা জোগাও পূজা-উপচার ভোজের জোগাড় করো;
বসুন্ধরারে করি' সদা আরাধনা
তোমরাই কর দেশের মাটিরে সোনা,
সব গৌরব সব কৃষ্টির ভিত্তি তোমরা গড়ো।

৭

রামচন্দ্রের শিরে উঠেছিল–কত বড় সম্মান
অন্নপ্রাশনে তোমাদেরি দেওয়া ওই যে দূর্বাধান।
তোমাদেরি দেওয়া ধান্য গোধূম যব–
রচিয়াছে শত রাজসূয় উৎসব,
দেবতা ও নরে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে দান।

BANGLADARSHAN.COM

৮

যাহারা ভূনাথ, যারা শ্রীহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়,
নন্দ যশোদা যাহাদিকে জানে অতি বড় আত্মীয়,
জনক রাজার যারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি
জগৎ জুড়িয়া রয়েছে যাদের খ্যাতি,
তাহারা সকল স্বদেশবাসীর প্রীতিপ্রণিপাত নিও।

দীর্ঘজীবী

হে সুধি, তোমাকে দীর্ঘজীবন দিয়াছেন ভগবান,
সার্থক তুমি করেছ কি তাঁর দান?
লইয়া রুগ্‌ণ মন আর তনু ক্ষীণ
নিরানন্দেই যাপ না তো শুধু দিন?
তোমার জীবনে বৈচিত্র্যের হয়নি তো অবসান?

২

করে না তো আজ একদা সবল ভাবভূয়িষ্ঠ মন–
অতীত সুখ আর দুখই রোমন্থন?
বহু আগে যদি ছেড়ে যেতে তুমি ধরা–
কি করিতে বাকি রহিত? উচিত স্মরা
ভোগ ও রোগের কথাই কেবল কর না তো চিন্তন?

৩

BANGLADARSHAN.COM

আজ তুমি যেন বিগত দিনের স্মৃতি ও সংস্কৃতি
শ্রদ্ধা জাগায় তোমার উপস্থিতি।
বহু দূরাগত হে পুরুষ পুরাতন,
আনন্দময় তব সন্দর্শন
তারা-ভরা তব জীবন-প্রদোষ যুগের জন্মতিথি।

৪

দেশ ও জাতির পূর্ণ কুম্ভ, তুমি মঙ্গলঘট,
সিদ্ধবকুল তুমি অক্ষয়বট।
যুগ-দেবতার হে প্রসাদী মৃগমদ–
তব গাত্রের সমীরও পুণ্যপ্রদ,
চক্রতীর্থ তব সন্নিধি, তোমার সন্নিকট।

৫

দেখ চেয়ে তব অধিক কর্ম করিবে এখন মন–
প্রভাসে গড়িবে গোকুল বৃন্দাবন।
মতি অচপল গতি তব মন্থর,

মানস পূজার এই তব অবসর,
কর তব ম্লান নেত্রদীপেতে আরতির আয়োজন।

৬

দেবীর চরণে হয়েছে কি দেওয়া–কাল যে হতেছে গত
নীল উৎপল অষ্টোত্তর শত?
কর বর লাভ, নাহি তো অধিক দেরি,
শোনো রহি রহি ওই যে বাজিছে ভেরী,
জয়ের স্বপ্ন দেখিছে এখনো পতাকা সমুন্নত।

৭

পরিপূর্ণতা দুর্লভ–উহা অভিশাপ কভু নহে।
ভবিষ্যতের বীজ যে উহাতে রহে।
করিবার কাজ এখনো তোমার আছে,
তোমার নিকট ভাব আজও রূপ যাচে
চন্দন সম সার্থক তুমি–তব জয় জেনো ক্ষয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

৮

বৃথায় তোমারে দীর্ঘ জীবন দেন নাই পরমেশ,
তোমারে যে চায় এখনো জাতি ও দেশ।
অকর্মণ্য নির্জীব তুমি নহ,
শিব সুন্দরে আলিঙ্গি' তুমি রহ,
মার্কণ্ডেয় সম লাভ কর অমৃতের পরিবেশ।

পর্যটন

ভাব নিয়ে আর তাহার সাথে ভাব না নিয়ে,
হাজার কি দু'হাজার মাইল এলাম বেড়িয়ে।
দেখে এলাম মানুষ যাদের আর পাব না খোঁজ,
রেখে গেল মনে তবু নানান রঙের পোঁচ।
ছোট ছোট পাহাড়গুলি ধূসর সবুজের–
সেখানেও উপনিবেশ দেখছি মানুষের।
সেখানেও এম্‌নিধারা জীবন-যাপন,
উঁচুতেও নীচুর মত ভয় ও ভাবনা।

২

লঙ্কাগাছে লঙ্কা রাঙা–মাঠ যে লালে লাল,–
এক সাথেতে জমাট যেন গোটা দেশের ঝাল।
প্রচুর ফসল, হৃষ্ট পুষ্ট, সরিষা, যব, গম–
সম্পদ তার দেখায় রাশি-উল্লাস চরম।
মৃত্তিকাতে উর্বরতা, 'কেনাল' ভরা জল–
দিচ্ছে দেশের রূপ ফিরিতে নিপুণ কৃষিবল।
স্বাধীনতা কী এনেছে দেখতে যদি চাও–
ঘাটে মাঠে হাটে বাটে বারেক চোখ বুলাও।

৩

স্টেশনে নধর ডাঁসা আমরুদের কি সার–
সাধ মেটে না দেখে কিনে-রূপের কি বাহার!
আম কেঁদে যায় দেখে যাকে–এমনি যে নিখুঁত,
তাদের দেশের লোকে কি তাই নাম দিল 'আমরুদ্'?
'সাস্থারা' বেশ বড় লেবু-অম্ল তাহার রস–
কমলালেবুর তুল্য তো নয় সুমিষ্ট সরস।
নারকুলে কুল আকারেতে স্বাদে চমৎকার,
কুলের গরব করা দেখি সত্যি সাজে তার।

BANGLADARSHAN.COM

৪

এটা জানেন দেশ-বিদেশের সকল সমঝদার,
বাঙালীরা সর্বশ্রেষ্ঠ রসের ভিয়েনদার।
খেলাম কলাকন্দ এবং খেলাম ভালো পেড়া
বলব তবু সন্দেশেতে বঙ্গদেশই সেরা।
দেবের ভোগ্য 'শোন্ হালুয়া'—খ্যাতি বহৎ দূর—
বন্ধু যেন পুরীধামের আনন্দলাড্ডুর।
দন্ত হল হন্ত দন্ত আরষ্ট এ জিভ্
জিজিয়া-কর বসিয়ে দিতাম হলে আরংজীব!

৫

নিয়ন আলোয় আলোকিত দেখিনু কানপুর—
সিপাহী সংগ্রামের খ্যাতি যাহার সুপ্রচুর।
এলাহাবাদ কেন আবার? প্রয়াগ বলি আজ।
ছিলেন যেথা কুলপতি মুনি ভরদ্বাজ।
অক্ষয়বট কাম্যকূপের ঠাঁই যে মনোরম—
পুণ্যতোয়া গঙ্গা এবং যমুনা সঙ্গম।
সুদূরেতে জ্বল্‌ছে ছোট কুটীরে আলো,—
ভবন-দীপই ভুবন সাথে সুহৃদ পাতালো।

৬

দিল্লী শহর দিল্লী নগর, দেখে এলাম ফের—
হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ মহাভারতের।
এখানেও কাকের ডাকে করছে অতিষ্ঠ—
কবির চেয়ে ওরাই দেখি সংখ্যাগরিষ্ঠ।
শহর তো নয়—স্বপ্ন দেখে হলাম কৃতার্থ—
নয়ন ভরে দেখে এলাম শ্রীকৃষ্ণ পার্থ।
পাণ্ডবদের সঙ্গে ক'দিন ক'রে এলাম বাস—
যজ্ঞহবিঃ গন্ধী হাওয়ায় টানিনু নিশ্বাস।

BANGLADARSHAN.COM

কনস্টেবল

মাথায় পাগড়ি ঘোরতর লাল লাঠি প্রকাণ্ড ঘাড়ে,
মঙ্গলকোট থানায় থাকিত নাম রামদীন পাঁড়ে।
অতি চকচকে চাপরাশ তার ভাঙ-রাঙা দুটা চোখ,
ভীষণ ভ্রূকুটি ভয়েতে তাহার ভড়কাতো যত লোক
রাত্রে যখন রোঁদে বাহিরিত সঙ্গীরে তারে নিয়া,
সুপ্ত পত্নী গুরু গর্জনে উঠিত যে চমকিয়া।

২

আমরা গ্রাম্য বালকের দল সদা শঙ্কিত ত্রাসে,
দেখিলেই তারে পলায়ে যেতাম ছুটিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে।
কঠোর ভয়াল কর্কশ রূঢ়–যা কিছু এ সংসারে,
সব দিয়ে বিধি গড়েছিল যেন-সেই রামদীন পাঁড়ে।
দেখিলাম তারে একদিন আমি থানার সে অঙ্গনে–
বেল-তরুতলে বসিয়া কী বই পড়িছে আপন মনে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

বিশাল বক্ষে সাদা উপবীত, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক,
অমন করিয়া কেন যে রয়েছে দেখিতে হইল সখ।
আঁখির জলেতে আঁখর হারায় কোথায় উধাও মন,
সুমধুর সুরে পড়িছে বসিয়া তুলসীর রামায়ণ।
বাঁশের ভিতর বাঁশীর আওয়াজ বুঝিনে কেমন আসে–
রামনামে আজ সুমুখে দেখিনু সত্যই শিলা ভাসে।

৪

কোথা তপস্যা? কৃচ্ছ্রসাধনা বুঝিতে পারিনে একি!
কেমনে মোদের সে রত্নাকর হল এই বাল্মীকি?
মন যে তাহার ঘুরিয়া বেড়ায় গোদাবরী কিনারাতে–
‘পম্পা’ সরের শোভা দেখে কভু রাম-লক্ষ্মণ সাথে।
দীন নাহি আর, রাম যে তাহার ধনী করিয়াছে তারে–
পাষাণ ফাটিয়া মানুষ জেগেছে, কোথা রামদীন পাঁড়ে?

নোটন

নাহি কাজ তার নাহি অবসর, বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি',
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ি।
কতক গোহালে কতক মাঠেতে ফেরে গোরু তার যত,
বেড়াহীন গাছ ছাগলে যে খায়–দেখিতে পায় না সে তো
জনমজুরেতে লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি,
মাঠে যেতে বল নোটনকে আর দেশেতে পাবে না ডাকি।
'নূতন-হাটে' সে সাতবার যায় নিত্য পরের লাগি',
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে, কাটায় যামিনী জাগি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা করিছে চড়ুইভাতি–
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে, চাকর চাহিলে তার–
সব কাজ তার নোটন করিবে, কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চির বাধ্য চাকর, করে না কিছুরি আশা।
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে না ভালোবাসা
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায় ধার করে দেবে এনে,
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার শেখেনি ঠকিয়া জেনে।
সকলের কাজ করিবে সে হেসে আপনার কাজ ছাড়া
আপনি ভুগিবে পরের লাগিয়া এমনি আপনহারা।
ভায়েরা বকিছে দিনরাত তবু লজ্জা তো নাহি তার–
আপনার চেয়ে গ্রামবাসী তার আরও বেশী আপনার।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে, দেয় না পয়সা হাতে–
লক্ষ্মীছাড়ার কোনো খেদ নাই–কোনো দুখ নাই তাতে।
নাহিকো অভাব তেমনি স্বভাব, না থাকুক কড়ি কাছে–
গিয়াছে কমলা, হৃদয় কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রতিগ্রাহী

গ্রামের প্রান্তে অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ এক থাকে
প্রদেশের লোকে সম্মান করে তাকে।
অতি দরিদ্র তবু অযাচক, ভাবময় তার প্রাণ,
কুণ্ঠিত শুধু গ্রহণ করিতে দান।
যেদিন তাহার অন্ন না জোটে বিল্বফলেই হায়
রাতদিন তার সুন্দর কেটে যায়।
প্রয়োজন তার কোনরূপে শুধু জীবনধারণ তরে
অতি সামান্য–সহজেই পেট ভরে।
পরমহংসের হাত বেঁকে যেত কাঞ্চন পরশনে
স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে বহুজনে।
আমাদের এই দীন বিপ্রের চিনিতে হত না ক্লেশ–
পর-পীড়কের দধি ক্ষীর সন্দেশ
না জানায়ে দিলে, শুধু সংকোচে করিতেন পরিহার,
সহিত সকলে নীরব তিরস্কার।
সৎ চিন্তার বিঘ্ন হলেই দারুণ কষ্ট তার–
তিক্ত হইয়া উঠে যেন সংসার।
স্বপ্নই তাঁর সত্য নিত্য জীবনযাত্রা চেয়ে,
স্বপ্নই আছে দৃষ্টি তাঁহার ছেয়ে।
পুণ্য জীবনে পাপের সূক্ষ্ম সংসর্গও আহা
সত্য কি ফেলে কোনো কালিমার ছায়া?
জীর্ণ শীর্ণ দেহে দিয়াছেন ভগবান একি মন,
সহে না পাপের অতি ক্ষীণ স্পন্দন!
এমন মানুষ গলগ্রহ কি–অথবা অদরকারী
ভাবিয়া আমি তো কিছুই বুঝিতে নারি।
পুণ্য একটা পুরানো যন্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে তার
সম্ভ্রমে তারে জানাই নমস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমণকারী

এসেছে ভ্রমণকারী ইরানী
ঘাঘরার কত রঙ, চলনের কত ঢঙ,
রঙ বেরঙের কত পিরানই।
আসে চায় চাল, ডাল, পয়সা
আটা, চিনি, ঘৃত, গাওয়া ভয়সা,
গ্রামে এসে দেয় হানা, চায় যেন নজরানা–
প্রজাদের কাছে রাজাধিরানী।

উঠিছে দেমাক যেন উপছে–
উল্লাসে যায় চলি', সোহাগেতে পড়ে ঢলি'–
ধম্‌কালে করে নাকো চুপ সে।
ভিখারীর কী জবরদস্তি,–
দেয় নাকো একেবারে স্বস্তি।
সে ভাবিছে নিজে রানী, এটা তার রাজধানী;
যাচ্‌ঞাকে ঘৃণা করে রূপ যে।

BANGLADARSHAN.COM

অভিজ্ঞতা

সুশ্রী ধরায় বিশ্রী করে স্বার্থ এবং অভিজ্ঞতা,
ভালো তেমন জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানের এ অলকলতা।
স্বার্থ এসে শিখায় সবে
বৃক্ষ চিরে তক্তা হবে
চক্র ভেঙে মিলবে মধু–সুসভ্যতার অনেক কথা।

২

মরাল মেরে মিলবে কলম, ময়ূর মেরে মিলবে পাখা,
হরিণীর ওই চক্ষু চেয়ে চর্মেরও দাম অনেক টাকা।
অমন শিরীষ ফুলের বাসে,
এ ধরণীর কী যায় আসে?
প্রকাণ্ড ওর কাণ্ড কেটে গড় গোরুর গাড়ির চাকা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ফুলে তো আর পেট ভরে না–ফুটে থাকুক দিবস নিশি,
শুক লয়ে কি সুখ পাবে হে? তোমরা তো আর নওকো ঋষি!
নয় তো এ যুগ কাদম্বরীর,
জেনো এ যুগ টাকাকড়ির,
‘শকুন্তলা’ ফেলে এখন–হাটতলাতে জমাও তিসি।

৪

পিক পাপিয়া কাজ কি পুষে? তারা আবার কী গান গাবে?
হংস পোষো, ভোরে উঠেই যা হোক ক’টা ডিম্ব পাবে।
আকাশ পানে চাইছ বৃথা
রামধনুর নাই সার্থকতা,
ঢেউ গুনো না, মৎস্য ধর, পরকে দেবে, নিজে খাবে।

৫

চিবাও বরং পদ্মচাকি, শতদলের কথাই ভোলো,
অর্থ যাতে নাইরে বাপু–কেন তাহার ঢাক্‌না খোলো?
কাব্যেও চাই অর্থ থাকা,

নইলে বৃথা, নইলে ফাঁকা,
ফুলের বাগান উজার ক'রে বালি না হয় কয়লা তোলো।

৬

তুলদাঁড়ি ও বাটখাড়া বই আবশ্যক আর অন্য কী হে?
লক্ষ টাকা মূল্য পাবে–হস্তী পলাক অস্থি দিয়া।
হেম রেখে প্রেম পলাক যথা,
উদর রেখে উদারতা
ভাব রেখে হোক প্রতিভা লোপ উদ্ভাবনের ভাণ্ড লয়ে।

৭

এসব কথা সত্য দারুণ–যথেষ্ট দেয় শিক্ষা এতে,
মানুষ যে চায় মনের খোরাক, কেবল শুধু চায় না খেতে।
হলে এ সব কথাই দামী
থাকতো কেবল মালগুদামই
শোভাময়ী মস্ত ধরা 'পোস্তা' হ'ত একটি রেতে।

BANGLADARSHAN.COM

গর্দানমারী

এই যে জেলা বর্ধমানে আছে যত মানুষ মারার ঠাঁই,
সবার সেরা গর্দানমারী, তুলনা তার এ দেশেতে নাই।
রেল লাইনের জরিপ করার ভার পড়িল সেবার আমার ঘাড়ে,
তাম্বু আমার অজ্ঞাতেতে পাতলো এসে গর্দানমারীর পাড়ে।
দেশটা তো নয় পরিচিত, কিন্তু আমার লাগলো বড় ভালো,
বট অশথের কচি পাতার রঙের খেলায় চোখ জুড়িয়ে গেল।
সম্মুখেতে মস্ত দীঘি কাকের চোখের মতন কালো জল,
যেমন গভীর তেমনি শীতল দিবস নিশি করছে ঢলঢল।
তাম্বু থেকে ঢেউ দেখা যায়, নয়ন জুড়ায় চাইলে তাহার পানে,
জল-বিহগের কাকলীতে যেন জলের পরশ বহে আনে।

২

রাত্রি বড় মজায় কাটে, গভীর রাতে ঘুম ভাঙিলে হায়–
নিত্য বিয়ের পালকি ছোটে–'হিপ্পো হিপ্পো' শব্দ শোনা যায়।
অদ্ভুত দেশ বর্ধমানে দিন ক্ষণ নাই নিত্য কি হয় বিয়ে–
ঘুমের ঘোরে আপনি ভাবি–দিনের বেলা ব্যস্ত তো কাজ নিয়ে।
ছিল আমার সঙ্গী জনেক–বৃদ্ধ আমিন বর্ধমানে বাড়ী,
তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসিলাম রাত্রিকালে উঠেই তাড়াতাড়ি।
বৃদ্ধ হেসে বলেন, 'হুজুর, এটা জানেন গর্দানমারী পাড়–
এই খানেতে সে কালেতে পথিকগণের ছিল না নিস্তার।
যাত্রী কতই যায়নি বাড়ী–মাতা পিতা পথ চেয়ে সব ছিল,
ন-বসতের বৌকে আহা-শ্বশুরবাড়ী পৌঁহুছিতে না দিল।

৩

শুনেছি মোর 'নানা'র মুখে–যুবক জনের সাহস তাহার ভারি,
কালকে তাহার গায়ে হলুদ, পালকি যে তাই ছুটছে তাড়াতাড়ি।
পালকি সাথে পাইক ছিল, তবু হেথায় থামতে হল তাকে,
ছাদনাতলা গভীর সলিল বাসর তাহার এই দীঘিরই পাঁকে।
তখন থেকে এই শিবিকার অশুভ সুর আসে গভীর রাতে,
দূর গ্রামেতে শব্দ শুনে পল্লীবাসী চমকে ওঠে তাতে।

BANGLADARSHAN.COM

সে নিশিতে পথিকবধূ শুনে এ ডাক রাত্রি কাটায় জেগে–
প্রবাসী সব ছেলের মাতা দুর্গা নামটি জপেন ছেলের লেগে।

শুনে পেলাম দারুণ ব্যথা–মনে হল আমিই যুবা সেই,
জন্মান্তরটা মানি যখন অসম্ভব তো কিছুই এতে নেই।
অনুভূতি নিবিড় ব্যথায় ব্যাকুলতা কেন জাগায় প্রাণে–
ওই যে আবার সেই সে ধ্বনি–'হিপ্পো হিপ্পো' শব্দ আসে কানে।

BANGLADARSHAN.COM

তেশিরের স্বপ্ন

তেশিরার কাঁটাগাছ কেবা দেখে তাকে?
পড়ো এক পগারেতে থাকে।
থাকে বহু বহু দিন ধরে,
ঠাঁইটি আগল শুধু করে।
ফুল বড়–কদাচিৎ হয়–
সে ফুল পূজার ফুল নয়,
রাখালেরা তুলি' করে খেলা–
সকলেই করে অবহেলা।

২

শুধু প্রাতে সাধু এক সেই পথ দিয়া–
যেতেছেন একাকী চলিয়া।
তেশিরার ফুল ফুটিয়াছে–
দেখিয়া গেলেন তার কাছে।
সোহাগে ফুলটি তুলি' হায়–
পরিলেন নিজের জটায়,
গাছটি উঠিল শিহরিয়া,
সে কি পেলে চেতনা ফিরিয়া?

৩

সিদ্ধ সৌম্য সে সাধুরে চেনেনাকো কেবা?
আমি চিনি, নাম বামাক্ষেপা–
দেখিনু কি দৃশ্য অভিরাম,
গৃহকের গৃহে এ যে রাম!
পয়নালী স্থান পেলে কি রে–
একেবারে গঙ্গাধর শিরে?
রে তেশিরে, কী সৌভাগ্য বল?–
আজি তোর স্বপন সফল।

BANGLADARSHAN.COM

আগুনের গুণ

দূর ল্যাপল্যাণ্ড–অরোরার দেশ
পরিধানে পূরা বিজাতীয় বেশ,
কী এক পিয়াসা লয়ে প্রাণে মনে,
চলেছি জাহাজে চড়ি’।

শ্বেত-সাগরের ঘন নীল জল,–
উঠে কোলাহল, করে টলমল।
নানা ভাষাভাষী যাত্রীর দল
চলে কোলাহল করি’।

সুদূর বিদেশে–একেবারে পর,
নাই চেনা মুখ, নাই চেনা ঘর,
সচকিতে আমি চমকি’ উঠিনু
ওকি চেনা সুর শুনি’।

BANGLADARSHAN.COM

বন্দরে এক জাহাজের’ পর
ছুটিছে খালাসী ছুটে লস্কর,
তাদের মুখেই পেলাম শুনিতে
‘আগুন’ ‘আগুন’ ধ্বনি।

ছোট দুটি কথা তাও ভীতিময়।
মোর কাছে এলো হয়ে গীতিময়,
হয়ে প্রীতিময় ফুটায়ে তুলিল
গোটা বাঙলার ছবি।

সহসা বুকের এসরাজে মোর।
কী সুর বাজালো–করিল বিভোর,
এক সাথে যেন ঝঙ্কার দিল–
বাঙলার যত কবি।

সীতার মতন আগুনের মাঝ
বঙ্গমাতারে হেরিনু যে আজ,

একি উজ্জ্বল আনন্দ মোর
জননীর সাড়া পেয়ে–

মাতৃভাষার কী নিবিড় টান,
আকুল করিল প্রবাসীর প্রাণ।
মুখ টিপে হাসে যাত্রীর দল
মোর মুখ পানে চেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

পথভ্রষ্টা

তোমাদের আচরণে দোষ দেব না,
কর না পছন্দ যে নিষ্ঠাপনা।
বায়ুর মতন ঠিক মন চঞ্চল,
কার কুল ভর গিয়া কার অঞ্চল,
নিজেরা নিজেকে ভাব ‘ডেস্‌ডেমোনা’

২

স্বেচ্ছায় জাতি যদি ত্যাজে সম্ভ্রম,
তাদের ভবিষ্যৎ বড়ই বিষম।
সরম হারালে নারী বাকি যা থাকে,–
ঘর-করা চলে নাকো লইয়া তাকে
সে আনে জীবনজোড়া বিড়ম্বনা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

যারা শুধু রঙ ঢঙে রহিল মিশে
প্রজাপতি মৌচাক গড়িবে কিসে?
পাখা যেই লভিয়াছে নভে উড়িতে–
বাসায় চাহে না মন আর ঘুরিতে,
নাই তাহাদের সাধু সম্ভাবনা।

৪

যে রূপ পাপেরে বরে ধিক তারে ধিক,
যাচিয়া সে লয় ব্যথা মরণ অধিক।
সুধাকে সুরা ক’রে কী বাহাদুরি–
চকোরী কি সুখ পাবে হয়ে দাদুরী?
মরুতে বিফল জেনো পুষ্প বোনা।

৫

রম্ভার লয়করী নৃত্য থামুক,
চাহি না রঙিন মোরা গুগলি শামুক,
শুক্তি চাহি যে মোরা মুক্তাপ্রসূ,

পাপকে ছেদিতে চাই খর পরশু।
ভাঙ্গা কুলা শুধু টানে আবর্জনা।

৬

চাই পতিরতা নারী পুণ্যবতী–
চাই সতী, চাই মোরা সাধ্বী সতী।
দেশ চায় দেশ ভাবে তাহারি কথা–
বংশ লতার শুভ কম্পলতা
চায় যে অরুন্ধতী সুলক্ষণা।

BANGLADARSHAN.COM

ভগ্নমনোরথ

ক্লান্ত শ্রান্ত যে বিরাট হৃদি অন্যায় সাথে যুঝি’
সব দর্পীর বিরুদ্ধে যার রণ,
হল বিচূর্ণ বিধ্বস্ত যা শুধু স্বাধীনতা খুঁজি,
কোথায় কে তার শেষ অবলম্বন?

দীর্ঘ উগ্র তপস্যা যার ব্যর্থ হইয়া গেল
শব-সাধনায় সিদ্ধি এলো না যার,
ধ্রুব সাফল্য শুধু দেখা দিয়া দ্রুত যার লুকাইল
কোথা আশ্রয়? কোথা সান্ত্বনা তার?

তাহার বুকের কুরুক্ষেত্রে মৃত চিন্তার রাশি–
শত ভীষ্মের শরশয্যার ব্যথা,
তার প্রভাসের সাগরের নীরে ক্ষণে উঠে উদ্ভাসি’
শত দ্বারাবতী মগ্নের ব্যাকুলতা।

ভগ্ন মনের ইন্দ্রপ্রস্থ–ভাঙা রাঙা কালো নুড়ি–
চূর্ণীকৃত বাসনার অণুকণা,
সংকল্পের বিশাল বিন্ধ্য ভূমে দেয় হামাগুড়ি
তার বাসুকীর শত সহস্র ফণা।

দেখে ভাস্কর ভাঙা মর্মর মূর্তির শিলা ঢিপি
তার প্রতিভার চিতাশয্যার ছবি,
অর্ধলিখিত মহাকাব্যের দগ্ধ পাণ্ডুলিপি–
উলটি’ দেখিছে অখ্যাত মহাকবি।

প্রবল ঝঞ্ঝা ভাঙিয়া দিয়াছে চিত্ত চিত্রশালা,
রঙিন টুকরা বাতাসে উড়িয়া যায়,
মহামনীষার গবেষণাগারে বড় লালবাতি জ্বালা
মহিমা মরিছে গুমরি’ উপেক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

পতিত পিনাক-নেত্রজন্মা বহ্নি নির্বাপিত
ব্যর্থ হইল অমৃতের অভিযান,
তবু রুদ্রের মহৈশ্বর্য হয়নি অন্তর্হিত
মহাকাল বসি’ করিছেন বিষপান।

BANGLADARSHAN.COM

আদিম মানবের আকাঙ্ক্ষা

ভালবেসেছিনু আমরাও পৃথিবীকে–
কত দিন, দেখি আকাশ-দেউল হায়,–
নামায়ে আনিতে চেয়েছি মৃত্তিকায়,
দেখায়েছি ডেকে সোহাগে সঙ্গিনীকে।

২

কত আনন্দ বেদনা পেয়েছি মনে
সে কী তীব্রতা–বলিয়া বুঝাব তা কি?
মনে হত এরে জমাট করিয়া রাখি
ওই ছড়ানো রঙিল উপল সনে।

৩

আসিত ফুলের গন্ধ, বাঁশির সাড়া–
মনে হতে এই উল্লাসধারা ধরি'
ভূর্জপত্রে রাখিব কেমন করি',
অংশ লভিবে পরেতে আসিবে যারা।

BANGLADARSHAN.COM

৪

কী যে রেখে যাব? কেমনে রাখিব তাহা?
চিন্তারে করা যায় নাকি মৃগনাভি?
স্থাপিতে ভবিষ্যতের উপরে দাবী,
কী করিব বসে ভাবিয়াছি সবে আহা।

৫

গড়েছে যে হাতী, বাঘকে দিয়াছে বল,
হরিণকে দিলে অমন চক্ষু জোড়া,
তার পরিচয় কিছু যে পেয়েছি মোরা
দুঃখে মোদের সেই ছিল সম্বল।

৬

তাহার মহিমা কাহারে জানাতে যাব?
কেমনে জানাব বন্য এ ব্যাকুলতা?

বুঝিবে না পশু পক্ষী কি তরুলতা–
ভাব ধরে রাখে এমন ধাতু কি পাব?

৭

আমরা পেলাম ইঙ্গিত শুধু যার,
আমাদের যাহা রহিল স্বপ্ন হয়ে–
আসিবে যাহারা অধিক ভাগ্য লয়ে
তাহাদের হবে সবেতেই অধিকার।

৮

আমরা যেতেছি বীজের বপন দেখি',
বনস্পতিরে তাহারা জীবনে পাবে,
ধন্য হইবে অমৃতের ধারা লাভে,
আজ যা থামিল মোদের পাষাণে ঠেকি'।

BANGLADARSHAN.COM

ছাত্রের আহ্বান

তুলট পুঁথির ব্যাস গুহা হতে দাঁড়াও আসিয়া আগে–
হে অমৃতমঠ সুদূর অতীত ভক্ত তোমাকে ডাকে
কোথা অযোধ্যা ধারা দ্বারাবতী?
পূজারী তোমার করিছে আরতি
জাগো মহাকাল, তোমার তাপস তব দর্শন মাগে।

২

সেই নালন্দা পারেনি ভাঙ্গিতে কালের কঠোর হিয়া
রাখিয়া গিয়াছে ভিক্ষু শ্রমণ কালীর গণ্ডী দিয়া।
ওঠো প্রস্ফুট ওঠো অক্ষত,
ভূমি হতে ভূমিচম্পার মত
সরস্বতীর ধারা বহে যাক উচ্ছল অনুরাগে।

৩

বল্মীক হতে উঠ বাল্মীকি অমৃত প্রস্রবণ
নীরব বীণায় জাগুক নবীন সুললিত রামায়ণ।
জাগো বারাণসী–গাহ বেদগান
পীযূষ ছিটায়ে মৃতে দাও প্রাণ,
জাগুক তক্ষশীলা সারনাথ অমর রেখার দাগে।

৪

তাম্রফলকে পাষাণে খোদিত বাণী সে অবাঙ্ময়,
ভুর্জপত্রে নীরবে কত যে জ্ঞান ভাণ্ডার রয়–
ভেদি’ সে নিবিড় যুগ-যবনিকা
জাগো হে অতীত, জ্বালো দীপশিখা,
চপল বটুরে কর কর ধনী জ্ঞানে সংযমে ত্যাগে।

BANGLADARSHAN.COM

গতি মন্থর

‘কুনুরে’ বন্যা ছোটে রাঙা জল, একূল ওকূল খেয়া–
কতবার হল খেয়ারীকে ডাক দেয়া।
নদী পার হয়ে গো–গাড়িতে গেল ওঠা,
তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা,
ছুটে যা ‘পট্‌লা’, ভুলে গেছি আমি ছাতাটি হয়নি নেয়া।

২

এই ‘জোঁকা নালা’ ইছাবটগ্রাম, পথে খাল ডোবা কত,
এ যাত্রা যেন জীবন-যাত্রা মত।
দীঘিতে কতই পদ্ম ফুটেছে ওই,
থামা রে শকট, গোটা কত তুলে লই,
মাথার উপর শঙ্খচিলেরা–ডাকিতেছে অবিরত।

৩

BANGLADARSHAN.COM

পথের পাশেই কে দিয়েছে ‘আড়া’–লাফাইছে পুঁটি মাছ–
আর বেলা নাই–ঘনায়ে আসিছে সাঁজ।
ওই স্কুল, কাঁচা ও কচির হাট–
উত্তরে ওই ‘হাউস-ওঠা’ সে মাঠ,
চেনা সেই বট–চাঁদ উঠিয়াছে ত্রয়োদশী তিথি আজ।

৪

এই ছোট পথ বহিতেছে দূর দুর্ভিক্ষের স্মৃতি–
আজও লোকে গায় সেই বেদনার গীতি।
যেতে যেতে শুনি পল্লীর রসিকতা
‘দবীর সেখের’ চেড়া নামানোর কথা,
কত চেনা গাছে ভূতের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি।

৫

সামান্য পথ তবু যেন কত বিচিত্রতায় ঘেরা–
সাধুর আখড়া, ভ্রমণকারীর ডেরা।
মন্দির-চূড়া ওই যে জাগিয়া আছে,

পথ তো ফুরালো–পরিচিত বাড়ী কাছে,
এই যে পুকুর চারিদিকে যার কেতকী ফুলের বেড়া

৬

পাঁচক্রোশ পথ–আসিতেই দেরি হল যে প্রহর রাত,
ওদিকে আমরা করি না তো দৃক্‌পাত।
এই সময়েতে এরোপ্লেন গেলে পাওয়া,
এখান হইতে ‘কায়রো’ যাইত যাওয়া;
মোটর পাইলে দুইবার হ’ত কলিকাতা যাতায়াত।

৭

‘মন্দাক্রান্তা’ তালে এই চলা–নেহাৎ মন্দ নয়,
গোটা পথটিই করে উৎসবময়।
কণ্টকবনে ফুল হাসে মুখ টিপে,
ক্ষুদ্র কুটীর আলোকিত ক্ষীণ দীপে,
প্রসন্ন মন তৃণলতা হতে মধু যেন টেনে লয়।

BANGLADARSHAN.COM

৮

বন্ধুর পথ মন্থর গতি–ইহাতেই মোরা প্রীত–
মৃত্যুতে নয় অপমৃত্যুতে ভীত।
মসীমসৃণ পথেই গতির ভীতি–
‘মান্‌সুরে’ নাই মানুষ মরিছে নিতি।
মরণের সেই গা ঘেঁষিয়া যাওয়া বীরের আকাঙ্ক্ষিত।

পল্লী-দার্শনিক

কভু ঘন নব জলধর পানে চেয়ে
নয়ন-যুগল অশ্রুতে যায় ছেয়ে।
বন বিহগেরা কাছে তাঁর বসে উড়ে,–
জানায় স্বর্গ আর নাই বেশী দূরে।
মোরা ভাবি–তাঁরে করি যবে দর্শন,–
দেহের ক্ষয়েতে বলিষ্ঠ হয় মন।
শুনি সদা তাঁর কাছে–
ভুবন এবং ভুবনেশ্বর–
এক হয়ে হেথা আছে।

২

মানুষ হইলে বিশুদ্ধ অন্তর–
সহজেই হতে পারে সে জাতিস্মর।
শোভিছে ভুবন কোটী জ্যোতিষ্ক সহ,
ভাব করিয়াছে ও রূপ পরিগ্রহ।
এই যে প্রবাহ গগনে পবনে জলে–
উহার তালেই জীবনের ধারা চলে।
এই যে ক্ষুদ্র বুক–
গোটা বিশ্বের স্পন্দন এতে,–
তাই করে ধুক্ ধুক্।

৩

মানব ক্ষমতা লভিলে অপরিমেয়
দানব হওয়াই ভাবে প্রেয় আর শ্রেয়।
শুধু মানুষের দারুণ অহঙ্কার
রুদ্ধ করেছে মুক্ত স্বর্গদ্বার।
তাহাকে অমৃত করিতে দেয় না পান,
কেবল তাহার দুর্জয় অভিমান।
জড়ের স্থূলতা নিয়া–
হয় যে তাহার অধঃপতন

BANGLADARSHAN.COM

একটু ঊর্দ্ধে গিয়া।

৪

মানব-বুকের উদগ্র ব্যাকুলতা
মেঘকে জ্বালায় হয়ে বিদ্যুল্লতা।
সর্প-দর্শনে নাহি মোর সংশয়,
হিংসা তরল গরল হইয়া রয়।
স্নেহ প্রেম মণি মুক্তা ও মৃগনাভি,
সমগোত্র ও জ্ঞাতিত্ব করে দাবী।
অজ্ঞেয় কৌশলে–
জড়ে ও চেতনে ভাবে আর রূপে
অদল বদল চলে।

৫

দেবত্বে যদি মানুষের সাধ জাগে–
নিষ্কাম তারে হতে হবে সব আগে।
অনলে সঁপিয়া সকল শ্যামিকা তার
বিশুদ্ধ হয় স্বর্ণ বারংবার।
হতে বিগ্রহ অনিন্দ্যসুন্দর–
ছেনির আঘাতে বহু ত্যজে প্রস্তর।
পড়ে কি নয়নপথে–
দারু কত খানি ত্যাগ করে তার
দারুব্রহ্ম হতে?

BANGLADARSHAN.COM

দস্যুর আশীর্বাদ

মানুষ মেরেছি, ডাকাতি করেছি, লুটেছি পরের ধন,
কখনো কোথাও কাতর হয়নি নরম হয়নি মন।
সমাজ মোদেরে শত্রু করেছে, শত্রুতা সাধি' শুধু,
বিষের বদলে বিষই পেয়েছি, কোথাও পাইনি মধু।
বাংলার মাঝে এমন একটা মানুষ দেখ্‌ছি আছে,
শুধু মানুষের মর্যাদা পায় দস্যুও যা কাছে।
সে যে সব চেয়ে সত্য এবং সততাই বড় মানে,
বিশ্বাস সবে করিতে করাতে রাখিতেও সেই জানে।
দস্যুর মাঝে আসল মানুষ কোথায় লুকায়ে থাকে,
সেই জানে, আর সেও দেয় সাড়া কেবল তাহারি ডাকে।
আমরা তো নিতি খেলি ছিনিমিনি লইয়া টাকা ও প্রাণ,
জোরে কেড়ে লই, জোরে ত্যাগ করি—নাহিকো কোনই টান
কৃষ্ণ পান্তী, আজ দিয়া তুমি তুচ্ছ দু তোড়া টাকা—
দেখালে তোমার কথা, সততার, বনিয়াদ কত পাকা।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষকে তুমি শ্রদ্ধাই কর—হেয়কে ভাব না হেয়,
জীবনে করেছ আশ্রয় শুধু সত্য এবং শ্রেয়।
তোমার পুণ্য পণ্যের তরী যে ঘাটে দিয়েছে আঁট,
রানাঘাট নয় কাল-সাগরের এটা জানি বাঁধাঘাট।
তোমার যশের ঢালে লেখা-বীর সততা কৃতজ্ঞতা—
বিশ্বজয়ের কথা নাই আছে দস্যুজয়ের কথা।
চূর্ণী চূর্ণী' সবার গর্ব বলিছে কলস্বরে—
কৃষ্ণ না হোক না কৃষ্ণ পান্থী হেথায় বসত করে।
নহে মহারাজা, নহে মহাবীর, সে কেবল মহাপ্রাণ,
দস্যু এবং তস্করে দেয় মানুষের সম্মান।
ঘৃতে ডুবাইয়া যশের মশাল আমরা যেতেছি গাড়ি'—
তোমার যোগ্য বংশধরের উঠিছে বিরাট বাড়ী,
তোমার বংশলতিকার ফুলে বঙ্গ হইবে আলো।
মনে রেখো হীন দস্যুর দল-আশিস করিয়া গেল।

ডেভিড হেয়ার

কোথা চলে গেল ক্লাইভ সমেত প্রতাপী লর্ডের দল,
ফিল্ড মার্শাল জেনারালগণ এবং এডমিরল?
মাঠেতে বৃহৎ পাষাণ মূর্তি পাষাণ–অশ্বারূঢ়,
দেখিতে চক্ষু বীতরাগ–লাগে সত্য দারুণ রূঢ়।
আসিবেই কোনো আঁধার ঘরেতে হইবে স্থানচ্যুত,
কোথায় বিরাট দম্ভ জমাট? ভুয়া সম্মান কুতঃ?
বিকট সঙের মিছিল বিগত–দিয়ো সব বাদ দিয়ো,
ডেভিড হেয়ার রহিলেন তবু হয়ে চির আত্মীয়।
এ জাতিকে তিনি বেসেছেন ভালো সারা মন প্রাণ ভরে,
কত আশা লয়ে গড়েছেন মহাজাতির ধুরন্ধরে।
ভক্তি শ্রদ্ধা উছলিয়া পড়ে–আজিও তাঁহার নামে,
ছাত্রের ধারা মূর্তি তাঁহার হেরি' সম্ভ্রমে থামে।
মহৎ তিনি যে, সামান্য ক'রে যদিও গড়িল বিধি–
স্বাধীন ভারতে তিনিই র'লেন ব্রিটিশের প্রতিনিধি।

BANGLADARSHAN.COM

যীশুখ্রীষ্ট

খ্রীষ্টান নহি প্রভু–
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি অনুভব করি তবু
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমা-সুন্দর তোমার মুরতি ভুলিতে পারি কি কভু?

২

ধর্ম তোমার নিয়েছে যাহারা নিয়েছে তোমার চিনা
আমার দয়াল সন্দেহ হয় তোমারে নিয়াছে কিনা?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে?
মমতাবিহীন করিতেছে দিন বসুন্ধরাকে দীনা।

৩

অপ-বিচারেতে ফাঁসি দিল যারা জাপান জার্মানীতে–
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা বড় করে ভাবে চিতে।
ইস্পাতে গড়া তাহাদের সব হৃদি,
ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি
ধরাকে কলুষ, কালিমায় চায় কুৎসিত ক'রে দিতে।

৪

তোমার আলোকে যাবে কি তাহারা আঁধারের পথ বাহি'
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে তোমার সৃষ্টি দাহী।
কী শুভ্রবেশ পরেছে বর্বরতা?
মুখেতে বিশ্বশান্তির বড় কথা,
মোহ-আবিষ্ট, মদ-গর্বিত স্পর্ধার সীমা নাহি।

৫

তব প্রেম ক্ষমা শান্তি রাজ্যে মেষপালকের দেশে–
মেষ কোথা? ক্রূর নেকড়ে ব্র্যাঘ্র ভ্রমিছে ছদ্মবেশে!
রক্ত পাগল হীন হিংস্র প্রাণ,

BANGLADARSHAN.COM

হে ত্রাণকর্তা তাহারা পাবে কি ত্রাণ–
তোমার জর্ডনে বিষ-বিসর্পী কী নদী মিশিল এসে?

৬

অতীতে যাহারা কাঁটার কিরীট পরাইল তব শিরে–
কণ্টকিত কি করিতে ধরণী তারাই এসেছে ফিরে?
কোনো অপরাধ সাধনে কি তারা ভীত?
নহে প্রীতিকামী, স্বার্থলাভেই প্রীত;
করে সমারোহে হিংসার পূজা দাঁড়ায়ে তোমারে ঘিরে।

৭

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল যারা হাসি' বিদ্রূপ হাসি–
"পরম পিতা তো রক্ষিতে সুতে আসিল না ভালোবাসি?"
রস-বিগ্রহ জীবন্ত মন্দির
ভাঙে যুগে যুগে দূতেরা দুষ্কৃতির,
লাঞ্ছনা মাঝে দেবতা উঠেন নবরূপে উদ্ভাসি'।

BANGLADARSHAN.COM

৮

বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোজ্জ্বল–পাষণ্ডদল লুণ্ঠিত ধূলিম্লান।
তুমি জাগ্রত–হে অবিস্মরণীয়–
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ো;
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত প্রেম গাহি তব জয়গান।

বাউল গান

ভালো লাগে বলে গান গাহি নাকো,
ভালো লাগে যেন তোমার হরি,
মান পাব বলে গান গাহি নাকো,
তব অর্চনা তাতেই করি।
দেহ ধারণের তরে আমি খাই,
তোমার কৃপায় যথেষ্ট পাই,
তোমারে ডাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াই–
তুমি খালি পেট দাও হে ভরি’।

না চাহিতে পাই, অনটন নাই,
অপার তোমার করুণা স্মরি।
মন্দির-গড়া শিল্পী নহি তো,
তব পাদ-পীঠ বাঞ্ছা গড়ি।
করি হরি তব নাম ব্যবসায়,
দেহ ও মনের খাদ্য জোগায়,
খিড়কীর ঘাটে বেঁধে রাখি আমি
অজ্ঞাতে মোর খেয়ার তরী।

BANGLADARSHAN.COM

সহজিয়ার গান

থাক অনটন শতেক বেদন দ্রব্য মূল্য যাক বেড়ে,
অদল বদল হোক না যতই আমার শ্রোতা থাকবে রে।
অর্ধাশন কি হোক অনশন,
বাস্তুহারার পুনর্বাসন,
দেশে যে দল হউক প্রবল যে দল যাবে যাক হেরে–
গানের আদর থাকবে রে।

২

গীত কবিতার নয় এ সময়, তর্কে যতই জাল পাতো,
প্রেম চিরদিন তেমনি নবীন চলছে সমান ব্যবসা তো।
রয়েছে–নয় মিথ্যা কথা,
সেই সে আদিম চঞ্চলতা,
নতুন তেমনি উঠছে ফুটে গুঞ্জরি' ভ্রমর ফিরে–
গানের আদর থাকবে রে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

অনাগতের নবাগতের আসরে ভিড় জমছে ভাই,
তোমার কথায় এমন দিনে কেমন ক'রে গান থামাই।
উঠতি পড়তি দর যে হেমের,
দরটি বাঁধা ভক্তি-প্রেমের
আমার এ গান সব বসন্তের সবার ভালো লাগবে রে–
গানের আদর থাকবে রে।

৪

কালজয়ী প্রেম থাকবে যেদিন, যৌবন এবং কৈশোরও–
বাঁধা তোমার সাধের সারঙ গান ধরো ভাই, গান ধরো।
এলো প্লাবন–কদিন রবে,
এতেই তরী বাইতে হবে,
এই নদীতেই আবার মধুর কলধ্বনি জাগবে রে–
গানের শ্রোতা থাকবে রে।

সুরের অভিশাপ

যাত্রাদলের আখড়া–গৃহ উঠিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ এক ধনী
নূতন আড়ত খুললে সেথা লক্ষ্মী দেবীর কৃপা গণি।
তৃপ্ত দেখে পূর্ণ গুদাম–ভাবলে আহা শান্তিতে কাল যাবে
জানতো কি সে আড়তদারে যাত্রাদলের খেয়াল–ভূতে পাবে?

২

কর্তা চটেন সকল কথায়–মাথার তাহার তব্‌লা বাজে জোরে,
নাসায় বাজে গৌড় সারঙ, কানে তাহার বেহাগ বাজে ভোরে।
যখন তিনি হাস্য করেন আরম্ভ হয় 'রামবনবাস' পালা–
নিদ্রাকালে 'রাবণ বধের' চীৎকারেতে কর্ণে লাগায় তালা।

৩

লাভালাভের ফর্দ করেন একলা যখন 'খসড়া খতেন' লয়ে–
বাউল এসে নাচতে থাকে 'ভয়ঙ্কর সে দিনের' কথা কয়ে।
একটি দিনও স্বস্তি নাহি, আড়তদার তো ঝিমোয় চটে অতি,
রাগ-রাগিনী বললে শেষে–কে দিলে হে এমনতর মতি?

৪

সুর যে অমর মরবে না তো–উদ্বাস্তু যে করলে তুমি সবে,
কড়ি-কোমল ভাঙলে তুমি মিঠে-কড়া সইতে এখন হবে।
এই ঘরেতে যেথায় তুমি করলে বাঁধাই যত্ন করে তিসি,
সুদামা আর কৃষ্ণ মিলন উল্লসিত করলে কত নিশি।

৫

কাব্য হেথায় ধরতো যে রূপ–জাগতো অতীত কথায় নাচে গানে,
আকাশে ওই খণ্ড শশী শুধাও সে সেই সুধার খবর জানে।
মস্ত ধরায় বস্তা রাখার ঠাঁই পেলে না কোথাও ঠাকুর দাদা,
সুর তাড়িয়ে আন্‌লে অসুর–গোলক গিয়ে এলো গোলকধাঁধা।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রামণী

সদা স্বার্থ-শূন্য, সবে দীনতা বিনয়,
জীবনে সে একজনে করিয়াছে ভয়।
ভাব, ভগবান লয়ে কাটাত সময়,
অপরের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষী সে নয়!
মমতায় পূর্ণ হৃদি, চরিত্র নির্মল,
বিবেক বিশুদ্ধ, দূরদর্শী ও সরল।

সহিয়াছে কত ক্লেশ, মিথ্যা অপবাদ–
অত্যাচারী কাছে নিত্য, সে নিরপরাধ।
দয়া তার উচ্ছ্বসিত, দান অকুণ্ঠিত–
চিরদিন ক্ষমতার অতিরিক্ত দিত।
ছিল মর্যাদক–দিত হয়ে হৃষ্টমতি
ধনাঢ্যকে আশীর্বাদ, গুণাঢ্যকে নতি।

BANGLADARSHAN.COM

সদাই উৎসব তার–আনন্দ অপার
পুণ্য গৃহে নিত্য হ'ত অতিথি-সৎকার।
ঘটাইয়া দুষ্ট দুষ্কৃতির পরাজয়–
অগর্বিত–দিত পল্লীবাসীরে অভয়।
করেছে দুর্জন সাথে সতত বিবাদ,
গ্রামকে পবিত্রতর দেখা তার সাধ।

তার ভক্তি উপদেশ, দুঃখে নেত্রনীর,
গোটা তার গ্রামটিরে করেছে মন্দির।
অখ্যাত সে তবু তার বক্ষের সৌরভ,
সর্বকাল সর্বজাতি–দেশের গৌরব।
ইচ্ছা হয় তারে যশ দিয়ো বা না দিয়ো,
ভগবান প্রিয় তার–সে তাঁহার প্রিয়।

জমিদার

ভালোবাসি আমি সুবে বাঙালার মত জমিদার ঘর,
গুল্মরাজ্যে বনস্পতির মত অতি সুন্দর।
নগর পল্লী সাধুদের ডেরা
তাদের কীর্তি–মেখলায় ঘেরা,
তাদের দানের উজ্জ্বল ধারা বহিছে নিরন্তর।

২

ক্ষুদ্র বিক্রমাদিত্য তারা পল্লীর 'সাজেহান'–
নগরী বসায় মহল গড়ায় গুণীজনে দেয় মান।
ঘরামি, পটুয়া, কামার, কুমোর
তারাই বাড়াই সবার গুমর,
বারো মাসে তের পার্বণ করে তারা পল্লীর প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

৩

বাহান্ন গ্রাম ভোজন করায় বুকে আকাঙ্ক্ষা ঢের,
পদধূলি তারা গ্রহণ করে যে লক্ষ ব্রাহ্মণের।
বিবিধ বাদ্য রোশনাই করি'
কূললক্ষ্মীরে তারা আনে বরি'
প্রতি তিথি আনে নব আনন্দ সামাজিক যজ্ঞের।

৪

সপ্তাহ-ব্যাপী যাত্রা-ই চলে, মাস ধরি' কথকতা,
দুর্গোৎসবে ঝুলনে ও দোলে ব্যয়ের কি বিপুলতা!
গিয়া ঘর ঘর জিনিস বিলায়
এক মহাভোজে সবারে মিলায়,
পুণ্যকীর্তি এত নরনারী এক সাথে পাবে কোথা?

৫

তাদের পুকুর তাদের বাগানে যত গরিবের দাবী–
রোগী ও শিশুরে দুগ্ধ জোগায় তাহাদেরি কত গাভী।
গ্রামের দীঘির তারা শতদল,

বন্যায় ডাঙা–দাঁড়াবার স্থল,
কায়মনোপ্রাণে এত হিতৈষী আর কারা আছে ভাবী।

৬

সকল কাজেই তারা অগ্রণী তারাই বসায় মেলা–
তারাই দেশের কল্যাণকৃৎ কে করিবে অবহেলা?
রাজা ও মন্ত্রী তরী গজ বাজী,
সাজাইয়া দেশ–নিজে রয় সাজি',
চলে না তা বিনা শুধু 'বড়ে' লয়ে রাষ্ট্রের দাবাখেলা।

৭

কৃষ্টির মূল জমিদারকূল সমাজের বনিয়াদ–
প্রতিষ্ঠা করা মহীরুহ তারা সরাতে কাহার সাধ?
বর্বরতায় এও একধারা,
দেখিয়া নীরবে কেঁদে হই সারা–
হবে খেয়ালীর কাগজের ঘুড়ি বাদশাহী তায়দাদ।

BANGLADARSHAN.COM

৮

যাবে গম্বুজ মিনার মহল মঞ্চ চতুর্দোল,
হস্তী হাওদা ছত্র চামর শুভ 'পুণ্যার' গোল।
শোভাযাত্রা ও যাবে আশাসোটা
পড়িয়া রহিবে কম্বল লোটা,
শুধু খয়রাতি সরাই কয়টা এবং পিঁজরাপোল।

৯

যুগান্তরের এ শ্যাম সায়র লুপ্ত করা কি শ্রেয়?
শুধু ডোবা ডুবি নলকূপ আর 'কুয়া'ই চাহে না কেহ।
বিশাল অথই দীঘি সরোবর
জীবন এবং শোভার আকর,
সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অটুট থাকিতে দেহ।

সাপুড়ে

সাপটি তাহার মরে গেছে
কাঁদছে আজি বুড়া,
সঙ্গে তাহার কাটলো যে হায়
সাতটি বরষ পূরা।
শুকায়নিকো হস্তে তাহার
দংশনেরি ক্ষত–
হায় রে তবু সাপের লাগি'
দুঃখ করে কত।
নীরব প'ড়ে তুবড়ি পাশে
শূন্য ঝাঁপিতল,
চক্ষু ফেটে আসছে বুড়ার
টস টসিয়ে জল।
এ যেন রে কাঁদছে আজি
দস্যু খুনের বাপ,
সইলে যে হায় জীবন ধরে
সুতের লাগি' তাপ।
যাহার লাগি' ঝালা পালা
নিতুই জ্বালাতন,
তাহার তরেও অশ্রু ঝরে
হায় রে পোড়া মন।
কখন উড়ে বসিস জুড়ে
হঠাৎ রচিস্ ঘর।
সাবাস্ স্নেহ সর্ব্বনেশে
তোর চরণে গড়।

BANGLADARSHAN.COM

ভিখারী

[এ লোকটি প্রায়ই আমাদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত। আমার একজন বন্ধু তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় দিলেন-তাদের অবস্থা ভালো ছিল। সেদিন হইতে সে আর এ বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত না।]

আজ দেখ সে আমার কাছে ভিক্ষা চাহেনি,
তুললে কেন তাহার গত সুখের কাহিনী?
তোমার গাঁয়ে উহার বাড়ী কাউকে বল না,
আজ দেখ হায় ভিক্ষা উহার করাই হল না।
ভগ্ন পথ ছিন্ন পাখা ত্যক্ত মরালে
কেন তুমি মানস-সরের তীরটি স্মরালে?
কর্দমেতে লিপ্ত পদ পতিত ভ্রমরে–
অতীত পরিমলের বাসে কাঁদায় গুমরে।
শিক্‌লি বাধা হরিণ ছিল সকল পাসরি'
বনের কথা আনলে মনে কাহার বাঁশরী?
এ যেন রে পড়ো বাড়ীর ভগ্ন উঠোনে
কে বাজালে শানাই বাঁশি বোধন বিহানে।
প্রাণ দিলে এ মিশর 'মমি'র বক্ষে কী করি?
ভস্ম খুঁড়ে করলে বাহির পম্পী নগরী।

BANGLADARSHAN.COM

মেনী

মেনীটাকে দেখছি না কিন্তু,
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে লাভ নাই তারে রেখে
রাখা দায়-ঘরে দুধ দই তো!
সব বাড়ী, সব ঠাঁই গতি যে–
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে,
ছেলেদের বিছানায় আরামেতে ঘুম যায়
করে নাকো উৎপাত বৈ তো।
দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু–
তবু কি আকর্ষণ বোঝে না অবোধ মন
ছেড়ে দিতে চায় নাকো কিন্তু।
হোক সে যতই হোক দুষ্ট–
কাছে থাকাতেই তারা তুষ্ট,
কোথা গেল পথ ভুলে কাঁদিতেছে ছেলেগুলো
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো!

BANGLADARSHAN.COM

কোকিল

তোমার ক্ষুদ্র অসুন্দর ওই দেহে,–
হেন গীতময় প্রাণ দিয়াছেন কে হে?
ভিখারীর বুকে রাজৈশ্বর্য–
ওকি গুরু গৌরব?
তৃণের পুষ্পে কস্তূরী সৌরভ!
ওই আকৃতি অতই বিভূতি?
কেমনে রেখেছে ঘিরি'–
ওই বল্মীকই হয় আগ্নেয়গিরি?

২

কাঁপাইয়া বন, ছাপায়ে আকাশ ভূমি,
ডাক দাও যেন মুক্ত পুরুষ তুমি।
পূর্ণ না হোক দেহ হতে যেন
অর্দ্ধ মুক্ত হও–
বুঝিতে যে পারি ও দেহই তুমি নও।
যেন ও তনুকে আশ্রয়ি থাকো
লইতে কেবল শ্বাস–
তব প্রাণ এক অমৃত উচ্ছ্বাস।

৩

সুদূর আকাশে ফুটে ওঠে ওই তারা।
আলোই তো উহা–কিছু নয় আলো ছাড়া!
তার সে শরীর জড়পিণ্ডের–
সংবাদ কেবা রাখে?
কোনো লাভ নাই থাকে বা তা নাহি থাকে
ইহার আলোকে তাহাকে নিরখি'
হই যে আত্মহারা'–
আলো তার রূপ–তাই জীবনের সাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

৪

তুমি ডাকো কহ এই ক্ষিতি গতিময়।
সুরের বসুধা—এ তো অসুরের নয়।
ক্লিষ্ট এ ধরা দেখি' মনে ভাবো
হই না ক্ষুদ্র পাখি—
চির বসন্ত আমিই আনিব ডাকি।
তাই পরিচিত একটা আঘাতে
একটি ডাকেই হায়—
সকল গৃহের দুয়ার খুলিয়া যায়।

BANGLADARSHAN.COM

মিনুর কোকিল

ওরে খোকা, কোথা তুই শিখেছিস ফন্দি–
একেবারে পিকরাজে করেছিস বন্দী!
দোরে গোটা সুরলোক এসে করে কেন্দ্র
যে সে নয় এ যে বাপু দ্বিতীয় দেবেন্দ্র!
দেখ ওর রাঙা আঁখি বুঝি জলে ভাসছে–
সুলতান তুই নাকি? বুক মোর কাঁপে যে
রেখেছিস কাছে এনে মহাকবি হাফেজে!

সাথে তার কালিদাস বাস করে নিত্য–
ছদ্মবেশেতে তুই বিক্রমাদিত্য!
মনোভাব তোর কিছু পারিনে যে বুঝতে,
আকবর ন'স্ চাস তানসেনে পুষতে!
পথ তোর ফুলে ছাওয়া, সুধা অফুরন্ত–
সাথে সাথে ফেরে তোর সুচির বসন্ত।

BANGLADARSHAN.COM

কাকের বাসর

স্টেশনের সন্নিকটে একটি ছোট বাড়ী–
একটি রাতি কাটায়েছি বক্ষে আমি তারই।
গাড়ীর সাড়া, ঘণ্টা বাঁশি, আরোহীদের গোল,
দ্বিপ্রহরের পরেই নীরব সকল উতরোল
সামনে গৃহের দেবদারু দল, তাহার শাখে হায়–
বৃহৎ প্রজাতন্ত্র কাকের–আভাষ পাওয়া যায়।
বৃক্ষ গেছে কৃষ্ণ হয়ে–দৃষ্টি যতদূর–
কি জানি কী আনন্দে মোর বক্ষ পরিপূর।
গভীর রাতে উঠলো হঠাৎ লক্ষ কাকের ডাক,
যোগাদ্যা মন্দিরে যেন নিশীথ রাতের ঢাক।
ডাক যে কাকের মিষ্ট এমন, এমন চমৎকার
পরিচয় তো জীবন ধরে পাইনি কভু তার।
ভূতনাথের এ সন্ন্যাসীদের যেন কলস্বর,
ধর্মরাজের পূজার যেন চড়বড়ে দগড়।
একেবারে মোটেই এতে কর্কশতা নাই
কোন্ দেবতার আরতির এ কাঁসর বাজে ভাই?
আজ পেয়েছি বুঝতে আমি-সন্দেহ নাই আর,
কোকিল কেন এদের বাসায় কণ্ঠ সাধে তার।
কোকিল নহি তবু আমার আকুল করে বুক–
কাকের বাসায় একটি ছোট রাত্রি জাগার সুখ।

BANGLADARSHAN.COM

অবেলায়

বেলা আর পড়ে এলো, গেল দিন ফুরায়ে–
পুলকের উষ্ণতা সব গেছে জুড়ায়ে।
শুধাতাম শিল্পীর কাছে সে যে থাকলে
পটভূমি বদলিয়ে কেন ছবি রাখলে?
বুঝিনা তো কেন বিধি ফেলি' হেন বঞ্চায়
শরতের শেফালিতে কার্তিকী ঝঞ্ঝায়?
অবেলায় লাগে ভয়, শোনো দীনবন্ধু–
কর নাকো দুর্বল, কর নাকো পঙ্গু।
জ্ঞান রেখো অক্ষয়, বুকে রেখো শক্তি,
ক্ষণেকের তরে যেন টুটে নাকো ভক্তি।
তব নামে পাই যেন সেই সুধা আস্বাদ,
জুড়াইয়ো সব ব্যথা পুরাইয়ো সব সাধ।
গৌরবে রবি যেন হাসি মুখে মরণে
চন্দন সম মিশি তব রাঙা চরণে।
স্নিগ্ধ ও সুধাময় কর হরি পথটি–
নিজে এসে ধরে হাত পাঠায়ো না রথটি।

BANGLADARSHAN.COM

দিনান্তে

ধপ্‌ধপে ওই মরাল সম
যায় রে দিনগুলি,
চক্রবালের অন্তরালে
শুভ্র পাল তুলি'।
পাখাতে তার জড়িয়ে গেল,
কতই শিশির কতই আলো–
পথের ধূলা পদ্ম-পরাগ–
প্রভাত গোধূলি।

২

যাত্রা কভু ইন্দ্রধনুর
রঙিন আলোকে,
বৃষ্টি ঝড়ের ঝাপটা কভু
লাগলো পালকে।
কত গীত আর গন্ধ নিয়া
ব্যথা ও আনন্দ পিয়া
কালের ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া
উড়লো কৌশলী।

৩

চরে এরা কোথায় গিয়া
কোন্-মানস-সরে?
দীন যে মোরা, দিনের লাগি'
মন কেমন করে।
ইচ্ছা করে শুধুই ডাকি
এ পথে আর ফিরবে নাকি?
ভালোবাসা আলোর পাখী
ভুল কর ভুলি।

BANGLADARSHAN.COM

দাগ

শত শত দাগ লুপ্ত সুপ্ত দেয় নাকো পরিচয়,
কত নির্মম আঘাতের দাগ হয়ে থাকে অক্ষয়।
দাগ 'সোমনাথ দেউল' গাত্রে এখনো যে কয় কথা,
দেয় নৃশংস বর্বরতাকে দুর্বহ অমরতা।
প্রাচীর-গাত্রে পাষাণ-ছবিও লাঞ্ছনা সহিয়াছে–
ঘাতক এবং কুঠার গিয়াছে, দন্তের দাগ আছে।
দন্তের এই স্বভাব–
শিলাস্তম্ভে নরসিংহের
ঘটায় আবির্ভাব।

২

জল আসে চোখে চিতোরগড়েতে কোপের চিহ্ন দেখে–
লোলুপ ভয়াল ব্যাঘ্র গিয়াছে নখরের দাগ রেখে।
দাগে যে রয়েছে সে দুর্দিনের উন্মাদনার ছোঁয়া,
আকাশ আবরি' উঠিছে তীব্র 'জহর ব্রতের' ধোঁয়া।
আজব আখরে লেখা যা রয়েছে সে হরফ আমি চিনি,
অগ্নির মাঝে ঝলমল করে সহস্র পদ্মিনী।
রাঙা ভাঙা সব দাগ–
আজও চামুণ্ডা কণ্ঠে ধ্বনিছে–
জাগ তোরা জাগ জাগ।

৩

'পম্পী'র পথে রথচক্রের যে সকল দাগ জাগে,
রেখে গেছে তারা–চলে গেছে যারা বিশ শতাব্দী আগে।
হয় আজ সেই বিনাশীর দল কোন ছায়াপথে চলে?
শুষ্ক দাগ যে ভরে ভরে ওঠে যুগের নয়ন জলে।
তাহাদের পানে ফিরে ফিরে চায় অস্তোন্মুখ রবি।
অজ্ঞেয় পথে আজও চলন্ত অতীতের ছায়াছবি।
ক্ষয়া দাগ গায় নিতি–
বহুদিন গত অশরীরীদের

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের সঙ্গীতই।

৪

হরাপ্পা'র' সে অঙ্গুলি-দাগ মৃৎপাত্রের গায়–
মোছা মোছা তার ক্ষীণ তনু লয়ে এখনো খুঁজিছে কায়?
স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র পরিবার কোথা? কোথা সে গৃহিণী তার?
পঞ্চ হাজার বছর পুরানো দান কি ছোঁবে না আর?
কূপ-অলিন্দে কলসীর দাগ এখনো যায় নি মুছি'–
এখনো রয়েছে সেই বধূটির আশাপথ চেয়ে বুঝি?
দাগের হয় না লোপ–
আত্মাও বয় জন্মান্তর
সৌহার্দ্যের ছোপ।

BANGLADARSHAN.COM

গর্বিত

হলদিঘাটায় বাড়ী বলে তার জলদিই বল বীর সে,
যদিও কখনো যুদ্ধ করেনি ধরেনি ধনুক তীর সে।
সকল হুকুম ফরমান তার তায়দাদ সব পাট্টা,
চন্দন বলে চালাইতে হবে তাহার শুষ্ক কাঠটা।
রঙমহলে সে রন্ধন করে, রন্ধনঘরে বৈঠক–
জীর্ণ শীর্ণ টাট্টু তাহার তারেও সে ভাবে চৈতক।
অশোভন তাহা যখন যা করে, ফেরে সে কিসের ধান্ধায়
সন্ধ্যার কাজ সকালে সে করে সকালের কাজ সন্ধ্যায়।

মীনের শ্রেষ্ঠ মেঘনার সিঙ্গি হোক না ওজনে পাতলা,
সে পারে বিঁধিতে, মোটে তা পারে না রুই কি মিরিগ কাতলা।
দণ্ডকবন–বিছুটির কাছে রসালকে হবে হারতে,
বিছুটি যে ফল হাতে হাতে দেয়–আম সে তো হয় পাড়তে!
যে যত করুক হরিনাম গান, দিক না যতই মচ্ছব–
কীর্তন গান বোঝার মালিক বৃন্দাবনের কচ্ছপ।
নিজেই নিজের সমালোচনায় উঠে সবাকার ঊর্ধ্বে
হল্‌দিঘাটায় বাড়ী বলে তার জল্‌দিই হ'ল বীর সে!

BANGLADARSHAN.COM

দগ্ধা

সুখ্যাতি দাও, সম্মান দাও, যারা উপকার করে,
নিন্দ এবং অপমান রাখ তুমি অপকারী তরে।
উপকার যেই করিবারে গিয়া দৈব দুর্বিপাকে,
অপকার হায় করে ফেলে প্রভু বল কিবা দাও তাকে?

ব্যথা নিবারিতে ব্যথা দিয়ে ফেলে হিতে বিপরীত হয়,
নিতি প্রতিকূল দৈব যাহার–জয়ে হয় পরাজয়।
তেল দিতে গিয়া নিভায় প্রদীপ, ভরিতে ভাঙে সে ঘট,
ধূলা ও ময়লা ঘুচাইতে গিয়া ছিড়ে ফেলে হায় পট;
প্রাণপণ যার পুণ্য চেষ্টা ধরায় পায় না দাম-ই–
তুমি তারে আহা কি বলে বুঝাও, কহ অন্তর্যামী?

চরণ সেবিতে নখাঘাত হয়, ডুবায় আনিতে কূলে–
পিছল পথেতে আছাড়িয়া ফেলে কোলে নিতে গিয়া তুলে,
উপশম হায় করিবারে গিয়া বাড়াইয়া ফেলে রোগ,
ভাগ্যে যাহার এমনি নিত্য নষ্টচন্দ্র যোগ,
ভালো করিতে যে মন্দ ঘটায়-চির মঙ্গলকামী,
তুমি তারে আহা কী বলে বুঝাও, বল অন্তর্যামী?

হে প্রভু কাজের দর্পণে কেন হৃদয় উঠে না ফুটি'?
তাহলে তো হায় থাকিত না হেথা এত মাথা কুটাকুটি।
সারসকে আহা শ্যেন সাজাইয়া একি পরিহাস করা,
অকলঙ্কীকে কলঙ্ক দিয়া কী আমোদ পায় ধরা?
মনে হয় প্রভু এদেরি দুঃখে উঠেছিল তুমি ঘামি'–
সত্য মিথ্যা আমি কী বুঝিব? জানো অন্তর্যামী।

BANGLADARSHAN.COM

দরিদ্রতা

জানি তুমি সব গুণরাশিনাশী
সকল শক্তিহরা।
করঙ্গ তোর দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।
অসীম ক্ষমতা, ক্ষমতাবিহীন–
হীরা গলে যায় তাপে,
ভীম তালতরু মাটিতে নোয়াও
ক্ষীণ অঙ্গুলি চাপে।
হিমের নিলামে কমল ফেরার–
সলিল প্রাসাদ ছাড়ে,
গঙ্গা চলেন বহি-অঙ্গার
রত্নাকরের দ্বারে।
গুণী বট তুমি একথাও জানি
এ কথাও যায় শোনা,
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
উজ্জ্বল কর সোনা।

বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও
না কেঁদে রহিতে পারি,
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে
–সেইটে সহিতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো–
সহিতে পারিনে সেটা,
বিমল পালক ময়লা করো না
লাগায়ে কাঠির আঠা।
যূথিকারে তুমি খাতক করো না
হীন সেয়াকূল কাছে।
পাপিয়ারে তুমি চাতক করো না
কবি এ করুণা যাচে।

BANGLADARSHAN.COM

কুশ্রীর শ্রী

দারিদ্র্য কুৎসিত তবু তারি শোভা কত,
হয় যদি বিদুরের দারিদ্র্যের মত।
দস্যুতাও অবাঞ্ছিত দূষ্য নাহি ভাবি,
পরিণামে বাল্মীকিত্বে যদি হয় দাবী।
অন্ধত্ব তো হেয় নয়, কাম্য নিরবধি–
হয় বিল্বমঙ্গলের মত ভাগ্য যদি।
অতি ভাগ্যবানও চায় রসাতলে যেতে–
হরি পাদপদ্ম যদি লভে মস্তকেতে।

বনবাস স্বর্গবাস বলে হয় ভ্রম–
মিলে যদি পুণ্যময় সুরভি আশ্রম।
বিপদ-সাগরে মোটে নহে তো ভীষণ–
'কমলে কামিনী' যদি কোলে তুলে লন।
কন্যা সেজে হৈমবতী বেড়া বাঁধে যার,
সম্রাট না হয়ে ভালো ভৃত্য হওয়া তার।

BANGLADARSHAN.COM

পাপমুক্তি

পাপেই জীবিকা নির্বাহ করে যারা, পাপ-আশ্রয়ে বাঁচে,
নহে আশাহীন, বিরাট সম্ভাবনা–আছে তাহাদেরো আছে।
দস্যু হইয়া বরেছে রত্নাকর,
আজ ভীমরুল–কাল হবে মধুকর,
সুমধুর রাম নামের ধ্বনি যে আগায়ে আসিছে কাছে।

২

প্রাণীবধ করা নিত্য যাদের কাজ–ঘৃণা লাজ নাহি মানে,
ব্যাধের বিবেকে বাধে নাকো কোনো কিছু, নিজেরে পতিত জানে।
তারি হত মৃগ–শোণিত বিন্দুচয়,
মহাকাল–ভালে কেন চন্দন হয়?
পদস্খলিত বিল্বপত্রে কৃপাধারা কি সে টানে?

৩

BANGLADARSHAN.COM

পাপে পুণ্যের বীজাণু লুকায়ে রয়–সহসা সুদিন আসে,
পাপীকে সাধুকে রূপান্তরিত করে আঁধারেতে চাঁদ হাসে।
কতই বিল্বমঙ্গলে ভেঙে গড়ে,
জগাই মাধাই অনুতাপে কেঁদে মরে,
হরি-পদতলে লুটাইতে শির গয়াসুর ভালোবাসে।

৪

সব চেয়ে বেশী আঘাত হরিকে পাপীরাই করে দান
তাহারাই দেয় শ্রেষ্ঠ ভক্তি অতি বড় সম্মান।
একবার হরিনামে সব পাপ হরে,
মনে প্রাণে শুধু তারা বিশ্বাস করে,
তীর্থের ফল তারাই লভে-করে মুক্তিস্নান।

৫

অত আকুলতা অত ব্যাকুলতা, মিনতি করিছে কারা,
তাদের তীর্থ সর্বকৃত্য–নামেতেই হয় হারা
শুক্তির ক্ষতে মুক্তা ফলান যিনি,–

তাদের সর্বনাশ সম্বল তিনি,
তাহারাই পায় সবাকার আগে তাঁর নূপুরের সাড়া।

৬

পতিত, তাপিত জাগো ওঠো ওগো–শোনো বংশীর রব,
এলো যে তোমার ভগ্ন কুটীরে সুধার মহোৎসব।
হীরকের দানা বাঁধিতেছে অঙ্গারে,
গরুড় পক্ষী ডাকাডাকি করে দ্বারে।
পাবে বিষ-কীট-দষ্ট কুসুম পারিজাত সৌরভ।

BANGLADARSHAN.COM

গরুড়জী

চলছে যুদ্ধ-ভীষণ যুদ্ধ নিত্য গজ ও কচ্ছপেতে,
লক্ষ্য করেন গরুড় পাখী আকাশ পথে যেতে যেতে।
দুজনাকেই বলেন ডেকে, ‘বন্ধু সবে শান্তিতে রও’
ভাবছ যত শক্তিশালী মোটেই তা নও, মোটেই তা নও
বারণ বলে, ‘বাহন তুমি, ছোট মুখে কী সব কথা?
মুখর চাকর দুর্বিষহ, মৌন থাকাই সুবিজ্ঞতা।’
ঈষৎ হাসি গরুড় কহেন, ‘একটু দাবী আমার আছে,
সতর্ক হও দম্ভী-থাকি, সর্বশক্তিমানের কাছে।
ধ্বংসপথে আর ছুটো না, আমায় জেনো কুশলকামী–
চতুর্ভুজের চাকর বটি–চতুষ্পদের মনিব আমি।’

BANGLADARSHAN.COM

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কীট বলে, ‘আমি যেথা সেথা যাই, গুটি পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি’ রেশম তসর গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিকো সন্দ কার্য কেবলি বেঁধা,–
পাতা খাই বটে, যেই পাতে খাই সে পাত করিনে ছেদাঁ।’

পশু বলে, ‘আমি বহি নর-নারী, খাটি তাহাদের লাগি’
গায়ের পশম দান করে দিই প্রতিদিন নাহি মাগি!
আবার কখনো বাগে পেলে তারে ঘাড় মটকায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে, ধন মান তার লইনে কখনো কাড়ি।’

পাখি বলে, ‘আমি গান গেয়ে ফিরি, পিঁজরায় রাখে ধরি’
নির্বোধ নই, যত্ন করিয়া পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পালটাতে নারি দিক্ না যতই টাকা–
ও সব স্বত্ব সংরক্ষিত মানুষের তরে একা।’

BANGLADARSHAN.COM

দূরে

কেবল দূর হতে দেখিতে ভালো শুধু
ধরাকে কী সুষমা দিলি মা?
বারিধি বারি যেন তুলিলে করপুটে
থাকে না যায় চলি’ নীলিমা।
যাহারা কাছে পাই তাহারে করি হেলা
দেখিনে তার মধু মাধুরী,
চলিয়া গেছে যাহা তাহারি পাছে ধাই
মানব-হৃদে একি চাতুরী।
সুমুখে দিবানিশি বিরাজে যে কুসুম
তাহাকে দেখি নাকো চাহিয়া,
পাপিয়া গৃহদ্বারে ডাকি’ না পায় সাড়া
থামে বিদায়-গীতি গাহিয়া।
মানস অলির ভোর দূর কেতকী হেরি’
নিকটে পারিজাতে বসে না,
দীপের কাছে চির আঁধার পড়ে থাকে,
আলোক-রেখা সেথা পশে না।

BANGLADARSHAN.COM

অলীক

অলীক নাশার অলীক নেশা
এখন ধরার গতিকই,
গোলাপে তার থাকুক কাঁটা
বিশেষ তাতে ক্ষতি কি?
ওই শ্যাম ঘাস ফেলবে কাটি'
ক্ষেতটি কেন করবে মাটি?
আগাছা যে অকেজো নয়–
জানে সকল পথিকই।

২

কুয়াশারি ওই মাধুরী
নয়ন জুড়ায় আহা রে,
জাদুকরী কি ফুলঝুরি
ছড়ায় নিতুই পাহাড়ে?
কে চায় রূঢ় প্রখর আলো,
আবছায়া যে অনেক ভালো,
রবির কথা যাই ভুলি যাই
কেন্দ্র ঊষার বাহারে।

৩

অলীক যে নয় অলীক শুধুই
এই কথাটি ভুলো না–
অলীক যে ওই ইন্দ্রধনু
কোথায় উহার তুলনা?
অলীক 'আরব নিশির' কথা
কিন্তু তাহার তুল্য কোথা?
আকাশ-কুসুম নামলো ধরায়
লাগলো শিকড় মলো না।

৪

কথ্য তীর্থ মাহাত্ম্য তে

BANGLADARSHAN.COM

সত্য অধিক নাহি রে।
তপ্ত হৃদয় তৃপ্ত যে হয়–
তাহাই শুধু গাহি রে।
অপূর্ব সব কাব্য–কথা
শিবের গায়ের ভস্ম যথা,
কাগজ-গড়া নৌকা আনে
স্বরগ-সুধা বাহি' রে।

৫

রঙের সাথে সলিলকণা
রঙ্গনাথের তুলিতে
কাঁচপোকা–টিপ গৌরী ভালে
কে চায় তাহা ভুলিতে।
এই যে অলীক বিশ্বখানা,
মায়ার পোড়েন মায়ার টানা,
কিন্তু তাহার মায়ার বাঁধন
ক'জন চাহে খুলিতে?

BANGLADARSHAN.COM

৬

আছে অলীক অলকলতা
কল্পপাদক জড়ায়ে।
ছায়াপথের পথের পাশে
ফুলের মত ছড়ায়ে।
বাসুকী তা বয় যে মাথায়
রয় যে বীণায়, পুঁথির পাতায়,
রবি শশীর সঙ্গে গাঁথা
ফেলবে কে তায় ঝরায়ে?

আত্মশক্তি

পাহাড়ের বুকে শিকড় গাড়িয়া
সগর্বে শির তুলি,
পাষাণ নিঙারি’ রস টেনে লই
আকাশের গায়ে ঝুলি।
সহি দাবানল বজ্র পীড়ন,
লুফে লই আমি সূর্যকিরণ,
শাক্ত যে আমি, নই আমি নই
নবনীর পুত্তলি।

২

ঠেক্‌নো মাচায় উঠায়নি মোরে
রচেনি গণ্ডী কেহ,
আমি যে আঁকড়ি’ পান করিয়াছি
ধূসর শিলার স্নেহ।
পাকদণ্ডীর আমি রে পথিক–
ঝাঁপানে যে চায় তারে দিই ধিক্‌
আমি যে সবল সরল বিটপী
নহি পরগাছা হেয়।

৩

ভাগ্যতরণী নিজ বলে আমি
লয়ে যাই গুন টানি’–
পাড়ি দিই আমি নভোনীলে একা
ধ্রুবতারা নাহি জানি।
আমি কুম্ভকে নিজেকে উঠাই
আমি রাজযোগে নিজেকে ফুটাই,
গরুড়ের মত উধাও উড়ি যে
কোনো বাধা নাহি মানি।

৪

অযুত ঝঞ্ঝা বাতাসের সাথে

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ত লড়াই করি,
ভগবান দেন ভিক্ষা পাত্র
চরণামৃতে ভরি’।
সুদূর উচ্চ শাখায় আমার
বন্য মধূপ চাক বাঁধে তার,
পুরুষ আমি যে নীরস ধরাকে
সরস করিয়া গড়ি।

৫

আমি যে চক্র বিষ্ণুর করে
দশ দিক উজ্জ্বলি’
আমি যে সিংহ বাহন মায়ের
মহাবীর মহাবলী।
আমি দুর্বল শক্তিবিহীন
মহাশক্তিতে হয়েছি বিলীন,
তাঁরি হাত ধরে চলি।

BANGLADARSHAN.COM

অপকলঙ্ক

জীবনে অলীক নিন্দার ভার বহা নহে নিষ্ফল
মায়ের কৃপায় সুধা হয়ে ওঠে অন্তে সেই গরল।
বটে নিদারুণ মর্মভেদী সে দুখ,
গড়ে ভেঙে চূরে নূতন করিয়া বুক,
আঁখির তপ্ত প্রতি অশ্রুটি ফলায় প্রবাল ফল।

২

হিংসার খল ভুজঙ্গ চায়–বিষ ঢেলে দিতে ক্ষতে–
অজ্ঞাতে ঝরে, মানিক যে তার–উদ্যত ফণা হতে।
বিষধর মারে–মানিকই তাহার থাকে,
দষ্টের জয়–ললাটিকা সেই আঁকে,
মৃগনাভি হয় কিরাতের দেওয়া আঘাত ভবিষ্যতে।

৩

অপকলঙ্ক যত বড় হোক যতই করুক ক্ষতি
ক্রূরের ছিটানো কালিমা-পঙ্কে কমে না হীরার জ্যোতি।
যায় না কষ্ট–চন্দ্রের মাধুরিমা
রাকা শশী জাগে–ফিরে আসে পূর্ণিমা
সে শোভা দেখিয়া মহালক্ষ্মী যে তৃপ্তি লভেন অতি।

৪

দুর্বহ হোক অলীক নিন্দা–তবু হিতকরী বুঝি–
বাড়াইয়া করে গোপনে বিপুল সেই পুণ্যের পুঁজি
নামযজ্ঞের সে যে দধি–কর্দম,
পরিণাম করে রমণীয় মনোরম,
অপাপবিদ্ধে মন্দারমালা দেবতারা দেন ‘খুজি।’

৫

ভাবেন জননী নিরপরাধেরে ভুলাতে দিবেন কী যে?
আপন ভালের খণ্ডচন্দ্র তার ভালে দেন নিজে।
কনক-কেশরী গর্জন-করে ওঠে,
খড়্গের দ্যুতি দিক্–দিগন্তে ছোটে,
জগন্মাতার বিশাল নয়ন করুণায় যায় ভিজে।

BANGLADARSHAN.COM

খেলাঘরে

খেলাঘরে খেলা করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ
খেলা করে উজল কত সোনার ভবিষ্যৎ।
দেশকে যারা করবে সমুন্নত
জাতির জনক খেলছে ছেলের মত,
দাঁড়িয়ে আছে অনাগত তাদের জয়রথ।

২

খেলছে হোথা হয়তো কত অজ্ঞাত অর্জুন।
কোথায় তাহার গাণ্ডীব এবং সে অক্ষয় তূণ?
কালিদান ওই খেলছে বুঝি হায়
বনের পানে মেঘের পানে চায়,
বালক ভ্রমর আম-মুকুলে করতেছে গুন্‌গুন্‌।

BANGLADARSHAN.COM

৩

খেলাঘরে হচ্ছে গড়া নূতন পৃথিবী–
কত ভাবী চন্দ্র সূর্য রয়েছে নিভি'।
খেলা কোথা করছে ভগীরথ,
অনাগত গঙ্গা খোঁজে পথ,
শিশু বামন বলছে যেন, আমায় কী দিবি?

শুচিতা

ভবনে ভুবনে সমাজে রাষ্ট্রে বচনে ও আচরণে
হে শুচিতা এসো, এসো চিন্তায়, কণ্ঠে, দেহে ও মনে।
আনো গঙ্গার পুণ্য পবিত্রতা,
পূজা কমলের অমলিন স্নিগ্ধতা,
পূর্ণাহুতির ঘৃতের গন্ধ বহে আনো সমীরণে।

২

কর স্থল জল অন্তরীক্ষ নিরাপদ নির্মল–
প্রক্ষেপ কর কমল হস্তে আবার শান্তিজল।
সকল কর্ম হউক অকুৎসিত,
বিশুদ্ধ হোক ভাষা, ভাব, সঙ্গীত,
সব রীতি নীতি বোধন করুক সত্য ও মঙ্গল।

৩

BANGLADARSHAN.COM

সব বনভূমি কর তপোবন, সব মন মন্দির–
সকল তরুর শাখায় পাতা ও গরুড় পাখির নীড়।
মনের সকল মালিন্য কর দূর,
রিক্ত যা কর সুধারসে ভরপুর।
ধরণীতে হোক দেবতাধর্মী মানবের পুনঃ ভিড়॥

॥সমাপ্ত॥